বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম তারিখঃ ২৮ জানুয়ারি, ২০২০

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মেয়র নির্বাচন- ২০২০

দুর্নীতিমুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানবাধিকার রক্ষা এবং ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সম্মিলনে মাদকমুক্ত, যানজট-দূষনমুক্ত, মশা ও জলাবদ্ধতামুক্ত, ভারসাম্যমূলক ও পরিবেশসম্মত বিশ্বমানের বাসযোগ্য এক অত্যাধুনিক ঢাকা গড়ার প্রত্যয়ে -

"প্রকৌশলী ইশরাক হোসেনের নির্বাচনী ইশতেহার"

শ্রদ্ধেয় মুরব্বীগণ, প্রিয় তরুণ বন্ধুগণ, প্রিয় ঢাকা নগরবাসী ও ঢাকা দক্ষিণের সম্মানিত ভোটারবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।
বিপ্লবী অভিনন্দন গ্রহণ করুন। লাখো শহীদের রক্তে ভেজা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী আমাদের গর্বের ঐতিহ্যবাহী এই ঢাকা মহানগরী। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই ঢাকা শহরেই নিজের জীবন বাজি রেখে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আমার পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকা। সেটি **১৯৭১** সালের কথা। আজ ২০২০। এই শহর ছেড়ে, এই দেশ ছেড়ে, এই পৃথিবী ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন আমার বাবা অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সর্বশেষ মেয়র সাদেক হোসেন খোকা। গত ৭ নভেম্বর তাঁকে জুরাইন কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে। এখনও সেই শোক কাটিয়ে উঠতে পারিনি আমি এবং আমার পরিবার। এই পরিস্থিতিতেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সিদ্ধান্ত ও আপনাদের প্রত্যাশার কথা ভেবে আমি ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন মেয়র হয়ে রাজধানীবাসীর সেবা করার প্রত্যাশায় আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমার বাবার অসমাপ্ত কাজ শেষ করে আমি আপনাদের বাসযোগ্য ঢাকা উপহার দিতে চাই। আপনারা জানেন এই শহরেই আমার বেড়ে ওঠা। আমার কৈশোর যৌবন আপনাদের সাথেই কেটেছে। আমি ঢাকার সন্তান। ঢাকাই আমার আদি নিবাস। আপনারাই আমার স্বজন। আমি জানি আমাদের চারপাশে রয়েছে অনেক সমস্যা, অনেক অসমতার উদাহরণ। কিন্তু সমস্যার উল্টোপিঠেই আছে সমাধান। খুঁজে নিতে হবে সেগুলো। এগিয়ে আসতে হবে সততার সঙ্গে। আমার স্বপ্ন সবাইকে সাথে নিয়ে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার সম্মিলনে একটি অত্যাধুনিক ঢাকা গড়া।

এই দেশ যারা বুকের রক্তে ও অপরিসীম ত্যাগে সৃষ্টি করেছেন, আমি শুরুতেই সেই সব বীর শহীদ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। এই নগরীর পৌরসভাকে যিনি সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করেছিলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং এই নগরীর উন্নতির জন্য যারাই ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি সম্মান নিবেদন করছি।

বাংলাদেশে স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আপসহীন নেত্রী, যার নেতৃত্বে এদেশে গণতন্ত্র ও আমাদের ভোটের অধিকার ফিরেছিল, সেই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রতিহিংসা ও অবিচারের শিকার হয়ে তিনি আজ অসুস্থ অবস্থায় কারাগারে অন্তরীণ। আমরা এই নগরীর আসন্ন নির্বাচনকে সেই অন্যায়ের প্রতিকার ও তাঁর মুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করার একটি লক্ষ্য হিসেবেও নিয়েছি।

সকল মতাদর্শের ঐকতান রচনার জন্য অব্যাহত আলোচনা, মতবিনিময় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সেতুবন্ধন রচনা করে সকল প্রকার বৈষম্য ও ভেদবুদ্ধির বেড়াজালকে অতিক্রম করে বিভাজন, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতির বিপরীতে ভবিষ্যতমুখী এবং নতুন ধারার সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে বিশ্বমানের মহানগরী উপহার দেয়াই আমার স্বপ্ন। প্রবীণের অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের প্রাণশক্তি কাজে লাগিয়ে শুরু করতে চাই আমাদের পথচলা। ঢাকা দক্ষিণকে গড়তে চাই আধুনিক, বাসযোগ্য এবং আদর্শ নগরী হিসেবে।

রাজধানীবাসী সীমাহীন নাগরিক সমস্যায় জর্জরিত। নাগরিক জীবনের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে নগরবাসীর চিন্তা-চেতনার সাথে আমিও শরিক। দুর্নীতি, দায়িত্বে অবহেলা, জনগণের প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব, সামাজিক বৈষম্য, জবাবদিহিতার অভাব, জনসচেতনতার অভাব এবং সর্বোপরি পরিষেবা উৎপাদন ও বিতরণে জনগণের অংশগ্রহণ না থাকার ফলে পরিষেবাগুলোর সুফল জনগণ পায় না। গণতান্ত্রিক ও সামাজিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐতিহাসিক ঢাকার ছেলে হিসেবে আমি ইশরাক হোসেন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সম্মিলনে যানজট-দূষণমুক্ত,

পরিবেশসম্মত, ভারসাম্যমূলক সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে একটি বিশ্বমানের ঢাকা 'world class Dhaka metropolis' গড়ার পরিকল্পনা আপনাদের মাধ্যমে সম্মানিত নগরবাসীর কাছে তুলে ধরছি। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের সমর্থন ও আন্তরিক সহযোগিতা এবং নির্ভেজাল সততা ও সমতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সকলে মিলে কাজ করলে এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন অবশ্যই সম্ভব।

প্রিয় নগরবাসী,

আজ এমন এক সময় আমাদের এই নগরী নিয়ে আমার ভাবনার কথা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি যখন বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজ এক চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। সেইসাথে আমাদের পরিবার, আপনার আমার ব্যক্তি জীবন, ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতি কতটা চাপ আর তোপের মুখে রয়েছে তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। নাগরিক সেবায় অব্যবস্থাপনা, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের ধ্বস, দুর্নীতি, ঔষধ ও খাদ্যদ্রব্যসহ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যে ভেজালের মহামারী, চলাচল অনুপযোগী রাস্তা-ঘাট, অপরিচ্ছন্নতা ও মশার উপদ্রব, অলিগলি পর্যন্ত ড্রাগস আর নেশাদ্রব্যের অঢেল বিস্তার, নানা অপসংস্কৃতি আমাদের নগরজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল শহরের পাশাপাশি যোগ হয়েছে বিশ্বতালিকায় বসবাসের অনুপযোগী শহরের শীর্ষে উঠে আসার দুর্নামও। বিশ্বায়নের এই সময়ে এহেন দুর্নাম এ শহরের সকল মানুষকে লজ্জাজনক মানসিক অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। নৈতিক আর সামাজিক অবক্ষয় আমাদের তরুণ সমাজকে হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে আমরা হারাতে বসেছি আমাদের গর্বিত ঐতিহ্য। আমরা নাকি উন্নয়নের মহাসড়কে উঠে গেছি। কিছু ইট সুড়কির সমাহার আর ফ্লাইওভার কি কোন দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি? একবিংশ শতাব্দিতে এসে উন্নয়ন বলতে কিছু ইট, সুড়কি, বালি আর স্টিলের স্থাপনা বুঝায় না বা কিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নকে বুঝায় না। উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে মানুষ। মানুষ যদি অধিকারহীন, মর্যাদাহীন ও আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে পড়ে তাহলে তথাকথিত উন্নয়ন অর্থহীন হয়ে পড়ে। 'Natural Right' এর মৌল শর্ত ও ভিত্তি ছিল মানুষের জীবনের অধিকার। যে দেশে মানুষ 'স্বাভাবিক মৃত্যু'র নিশ্চয়তা হারায়, সে দেশে ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের বুলি নির্মম পরিহাসই মনে হয়। যে 'উন্নয়ন' কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে না, ধনী-গরীবের বৈষম্য তীব্রতর করে এবং আঞ্চলিক বৈষম্য প্রকট করে তোলে সেই উন্নয়নকে উন্নয়নের 'রোল-মডেল' বলে আত্মতৃপ্তি লাভ নিষ্ঠুর পরিহাসের মতই শোনায়।

সম্মানিত নগরবাসী,

আমি মনে করি আদর্শ শহর হচ্ছে সেই শহর যেখানে চাইবার আগে উত্তম নাগরিক সেবা নাগরিকের দোরগোড়ায় হাজির হবে। সামাজিক, পারিবারিক ও নাগরিক মূল্যবোধের চর্চা হবে সুদৃঢ়। দুঃসময়ের ক্ষতচিহ্ন মুছে ফেলে নতুন করে স্বপ্ন সাজাবার জন্য **পরিবর্তনের ডাক** নিয়ে আমি আপনাদের খেদমতে হাজির হয়েছি।

সম্মানিত নগরবাসী,

আজ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নাম শীর্ষে। বায়ুমন্ডল পর্যবেক্ষণকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা 'এয়ার ভিজুয়্যালে'র রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। বৈশ্বিক বায়ু দূষণের ঝুঁকি বিষয়ক 'দ্য স্টেট অব গ্লোবাল এয়ার' শীর্ষক-২০১৯ সালের রিপোর্ট বলছে, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। যানবাহন জনিত দূষণ ঠেকাতে কার্যকর কোন উদ্যোগ নেই। নির্মাণ কাজের ধুলাও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না। সমন্বয়হীন অপরিকল্পিত খোড়াখুড়ির ফলে দূষণ এমন বিপজ্জনক হারে বেড়েছে যা ঢাকাবাসীকে চরম মানবিক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তথাকথিত 'উন্নয়ন' এখন জীবনঘাতি হয়ে উঠেছে।
এর পাশাপাশি রাজধানী ঢাকার ময়লা আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নামে চলছে চরম দায়িত্বহীনতার প্রতিযোগিতা। ঢাকা শহরের ভেতরে ও আশেপাশের এলাকায় এমন কোনো জায়গা পাওয়া যাবে না যেখানে ময়লার স্তূপ নেই। তা থেকে প্রতিনিয়ত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে; মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ।

এই শহরের আরেক আতঙ্কের নাম আগুন। নিমতলি ট্রাজেডি থেকে এফ আর টাওয়ার। গার্মেন্টস কারখানা থেকে হাসপাতাল, সুউচ্চ ভবন থেকে কলকারখানা কোন কিছুই রেহাই পাচ্ছে না আগুনের লেলিহান শিখা থেকে।

মাছ, মাংস, ফলমুল, শাক-সব্জি, তেল, খাদ্য ও ঔষধের মত জীবন রক্ষাকারী জিনিষ থেকে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ভেজালের দৌরাত্ম মহামারী আকার ধারণ করেছে। বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে বলেছে- অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের মানুষের যে উৎপাদনশীলতা নষ্ট হচ্ছে তার আর্থিক পরিমাণ বছরে দেড় বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার অধিক। 'দ্য সেফ ফুড ইম্পারেটিভ' শীর্ষক উক্ত প্রতিবেদনে

উল্লেখ করা হয়েছে মূলত অনিরাপদ খাদ্যজনিত রোগে মানুষের এই উৎপাদনশীলতা নষ্ট হচ্ছে। অনিরাপদ খাদ্য পুষ্টির নিরাপত্তাকে বাধাগ্রস্ত করে। সেই সাথে মানব উন্নয়ন এবং বৃহৎ অর্থে খাদ্য-অর্থনীতিকে বাধাগ্রস্ত করে।

সম্মানিত নগরবাসী,

আপনারা জানেন, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিপুল সংখ্যক সীমিত আয়ের মানুষ বস্তিতে বসবাস করছেন। রাজধানীতে বসবাসরত এসব দরিদ্র মানুষের বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে সংবিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু সরকারের এ বিষয়ক কোন নীতিমালা কিংবা পরিকল্পনার কোন উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়ন এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়।

বর্ষাকালে রাজধানীতে জলাবদ্ধতা যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ঘন্টায় মাত্র ১০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতেই শহরের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা তলিয়ে যায়। এই জলাবদ্ধতার ফলে জনজীবনে যে অর্বণনীয় দুর্ভোগ নেমে আসে তা আর নতুন করে বলার নেই। ভুক্তভোগী নগরবাসী তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। এই জলাবদ্ধতা নিরসনে কোন বাস্তব ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীর অন্যতম আতঙ্কের নাম মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ ইং এর ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা শহরের ১০টি সরকারি, ২টি স্বায়ত্তশাসিত ও ২৯টি বেসরকারি হাসপাতাল এবং ঢাকার বাইরের ৬৪ জেলার সরকারি হাসপাতালে উক্ত তারিখ পর্যন্ত মোট ৯৫ হাজার ৬২০ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। উল্লেখিত হাসপাতাল ছাড়াও ঢাকা শহর ও বাইরে বহু বেসরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর ভর্তির সংখ্যা তাদের অজানা। প্রথম আলোর তথ্য মোতাবেক ২০১৯ ইং সনের ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত সারাদেশে ডেঙ্গু রোগীর ভর্তির সংখ্যা ১ লাখ ৩৬ হাজার। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের 'আইইডিসিআর' এর তথ্য মতে উল্লেখিত সময়কালে (৮ মাসে) ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা মোট ২৪৮ জন (তথ্যসূত্রঃ প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর, ২০১৯)।   আমরা সবাই জানি 'prevention is better than cure'. মশার অভয়াশ্রম ঢাকার জলাশয়গুলো রীতিমত পরিচ্ছন্ন রাখা গেলে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগসহ অন্যান্য মরণব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। কিন্তুএই মশা নিধন নিয়ে যে মহাদুর্নীতি ও হাস্যকর কর্মকান্ড ঘটেছে তা আপনারা সবাই অবগত রয়েছেন।

সম্মানিত নগরবাসী,

এই মুহুর্তে বাস্তবতার নিরিখে সুচিন্তিত ও সুসমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা গেলে মেগা সিটির এসব সমস্যা দ্রুতই সমাধান সম্ভব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে আমার পরিকল্পনা-

নাগরিক সেবাঃ

- ঢাকার গর্বিত ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার সম্মিলনে সবার জন্য বাসযোগ্য একটি বিশ্বমানের অত্যাধুনিক মহানগরী গড়ে তোলা হবে।
- গণশুনানির মাধ্যমে নগরবাসীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তাদের মতামতের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করা হবে। হোল্ডিং ট্যাক্স সেক্টরকে সকল প্রকার দুর্নীতিমুক্ত করা হবে।
- কর্পোরেশনের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে জন্ম-মৃত্যু সনদ, ট্রেড-লাইসেন্স এবং অন্যান্য সব ধরনের সেবা তাৎক্ষণিক প্রদানের লক্ষ্যে দ্রুত জবাবদিহিতামূলক ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হবে।
- ঢাকা ওয়াসাসহ রাজধানীতে সেবা প্রদানকারী সব প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়ের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পয়ঃনিষ্কাষন আধুনিকায়ন, নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কারসহ ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে।
- মূল সড়ক, অলিগলি, শাখা সড়ক, সড়ক দ্বীপ, খেলার মাঠ, পার্ক, নদী, খাল-বিল ও জলাশয়সহ মহানগরীর সর্বত্র সার্বক্ষণিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- রাতে নাগরিক সাধারণের চলাচল এবং জননিরাপত্তা বিধানকল্পে সড়কবাতিগুলো সচল রেখে আলোকিত ঢাকা নির্মাণ নিশ্চিত করা হবে।
- দৃষ্টিনন্দন এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আধুনিক সড়কবাতি স্থাপন ও রাতের নগরীর উজ্জ্বলতা বাড়াতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- পরিচ্ছন্নতা সেবাসহ কেন্দ্রীভূত সকল নাগরিকসেবা কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ওয়ার্ড পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

- যাতায়াত, স্বাস্থ্যকর পয়ঃব্যবস্থাসহ সার্বিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করে নগরীর বাজারগুলোকে আধুনিকায়ন করা হবে। সেই সাথে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করা হবে।
- কবরস্থান ও শ্মশানের সার্বিক উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু, দুর্নীতিমুক্ত ও ব্যবহারকারীবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- জনগণের প্রয়োজনের নিরিখে অঞ্চলভিত্তিক অধিক সংখ্যক আঞ্চলিক কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- ওয়ার্ড ভিত্তিক ব্যায়ামাগার আধুনিকায়ন করা হবে। যেসব ওয়ার্ডে ব্যায়ামাগার নেই সেখানে নতুন করে ব্যায়ামাগার স্থাপন করা হবে।
- চাহিদার ভিত্তিতে প্রত্যেক ওয়ার্ডে আধুনিক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র (Day care center) স্থাপন করা হবে।
- নগরবাসীকে সস্তা দামে বিষমুক্ত ও ভেজালমুক্ত তাজা খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে বিশেষ বিশেষ স্থানে 'কৃষক মার্কেট' ও 'নাইট মার্কেট' স্থাপন করা হবে।
- DSCC এর প্রতিটি স্থাপনায় মাতৃদুগ্ধ কক্ষ স্থাপন করা হবে।
- সকল ধরনের নাগরিক সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- যাত্রাবাড়ি-ডেমরা এলাকায় 'ডিএনডি' বাঁধের কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধ এলাকার পানি শীতলক্ষ্যা নদীতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হবে।
- নাগরিকদের নিকট থেকে আদায় করা কর এর টাকা কোন কোন খাতে ব্যয় করা হবে তা বছরে কমপক্ষে দুইবার করদাতাদের সামনে উপস্থাপন করে নগরের আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষণে স্বচ্ছতা প্রণয়ন করা হবে।
- মেয়র নির্বাচিত হলে আমার সাথে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সাক্ষাতের সুযোগ সার্বক্ষনিকভাবে উন্মুক্ত রাখা হবে।

নাগরিক বিনোদনঃ

- বুড়িগঙ্গা দূষণমুক্ত করা, নদীর তীর রক্ষা ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ, সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প গ্রহণ এবং নদীভিত্তিক বিনোদন কেন্দ্র, ওয়াটার ট্যুরিজম/ নৌ পর্যটন গড়ে তোলা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের অধীনস্থ শিশু পার্কসহ বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও দুর্নীতিমুক্ত দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর ঐতিহ্য ও স্থাপত্যশৈলি অক্ষুন্ন রেখে সংস্কার ও আধুনিক পর্যটন সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।
- পর্যটকদের জন্য পুরনো ঢাকাকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রাচীন দালান কোঠা সংরক্ষণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং পানীয় স্বাস্থ্যসম্মত ও দৃষ্টিনন্দনভাবে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে পরিবেশনের উদ্যোগ গ্রহণে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের অধীনে থাকা উন্মুক্ত উদ্যানগুলোর পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের যে সকল উন্মুক্ত উদ্যান, নদী ও খাল বেদখলে আছে সেগুলো দখলমুক্ত করা হবে।
- ঢাকার ঐতিহ্যের সাথে মিল রেখে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন নাগরিক উৎসবের যেমন ঘোড়ার গাড়ির উৎসব, সাকরাইন (ঘুড়ি উৎসব), পিঠা উৎসব, নৌকা বাইচ ইত্যাদি আয়োজন করা হবে এবং বেসরকারি পর্যায়ে এসব উৎসব আয়োজনকে উৎসাহিত করা হবে।
- ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্ষুদ্র পরিসরে বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- ক্রিকেট, ফুটবলসহ অন্যান্য খেলার মানোন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা ও নিয়মিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে।
- খেলার মাঠ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও ক্রীড়া সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা হবে। খেলাধূলার মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিএসআর উৎসাহিত করা হবে।
- সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে ক্রীড়া ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে 'ট্যালেন্ট হান্ট' স্কিম চালু করাসহ নতুন খেলার মাঠ গড়ে তোলা হবে।

যানজট নিরসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন:

- ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও ওয়ার্ডের অলিগলির রাস্তার সংস্কার ও প্রয়োজনীয় টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।
- রাস্তা পারাপারে প্রয়োজনীয় স্থানে অধিক সংখ্যক আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও সুপরিকল্পিত পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।
- প্রতিটি ফুটওভার ব্রিজে পর্যায়ক্রমে এলিভেটর/এস্কেলেটর (চলন্ত সিড়ি) স্থাপন ও সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা জোরদার করা হবে।
- নগরীতে ওয়ান স্টপ বাস সার্ভিস চালু, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক, অন্ধ, প্রতিবন্ধী, নারী, শিশু এবং সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিশেষ সেবা নিশ্চিত করা হবে।
- মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সুবিধাসম্বলিত স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট সুবিধাসহ অত্যাধুনিক ও পরিচ্ছন্ন যাত্রী বিশ্রামাগার এবং টাউটমুক্ত যাত্রীবান্ধব পরিচ্ছন্ন বাস টার্মিনাল উপহার দেব ইন শা আল্লাহ।
- যেসব এলাকায় রাস্তায় ফুটপাত নেই প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সেখানে ফুটপাত নির্মাণ এবং প্রয়োজনে বিদ্যমান ফুটপাত সংস্কার, আধুনিকায়ন ও প্রশস্তকরণ করা হবে।
- রাজধানীর বাইরে থেকে আসা যাত্রীদের বিশেষ করে রাত্রিকালে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল এবং কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে কর্পোরেশনের উদ্যোগে এবং বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত ও নিরাপদ সিটি পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রশিক্ষিত নিরপেক্ষ কমিউনিটি পুলিশ গড়ে তোলা হবে।
- হকারদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।
- বিদ্যমান পার্কিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক এলাকায় বহুতল পার্কিং ভবন, পার্কিং লট ও আন্ডার গ্রাউন্ড পার্কিং কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে।
- বার বার রাস্তা খোড়াখুড়ি এবং রোড ডিভাইডার ভাঙ্গার ফলে বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে যে জনদুর্ভোগ ও সম্পদের ক্ষতি হয়, সেই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।
- ফুটওভার ও ফ্লাইওভারের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- পথচারীদের নিরাপদ রাস্তা পারাপারের সুবিধার্থে জেব্রা ক্রসিংগুলোতে ডিজিটাল পুশ বাটন সিগন্যালিং সিস্টেম চালু করা হবে।
- পথচারীদের জন্য বিভিন্ন স্থানে 'স্কাইওয়াক' এর প্রবর্তন করা হবে।
- মহিলাদের জন্য পৃথক ও নিরাপদ বাস সার্ভিস চালু করা হবে।
- বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ওঠানামার জন্য নির্দিষ্ট 'বে' নির্মাণ করা হবে।
- বিভিন্ন এলাকা /রাস্তা নির্দেশক ওভার-হেড ডিজিটাল বোর্ড তৈরি করা হবে।
- সড়কদ্বীপের সৌন্দর্য বর্ধন করা হবে।
- ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে ও নাগরিক সাধারণের দ্রুত যাতায়াতের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এই জন্য প্রয়োজনে উন্নয়ন সহযোগীদের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা হবে।
- দ্রুতগামী ইলেকট্রিক্যাল বাস সার্ভিস ও স্মার্ট বাস স্টেশন নির্মাণ করা হবে।
- সর্বতোভাবে গণপরিবহনমুখী যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নে পুলিশ, বিআরটিএ এবং ঢাকা ট্রান্সপোর্ট ও কো-অর্ডিনেশন অথরিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- সম্ভাব্য স্থানে সাইকেল ও মোটরসাইকেলের জন্য পৃথক পৃথক লেন ও সাইকেল পার্কিং লট নির্মাণ করা হবে।
- জনবহুল রাজধানীর ভবিষ্যৎ জনঘনত্বের কথা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পাতালরেল নির্মাণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। প্রথম পর্বে পিলখানা থেকে শুরু হয়ে লালবাগ কেল্লা, চকবাজার, সদরঘাট, গুলিস্থান হয়ে মতিঝিলে শেষ হবে। ঢাকা দক্ষিণের যাত্রীরা এই রুটদ্বয়ের মাধ্যমে চলমান মেট্রোরেল প্রকল্পের মতিঝিল স্টেশন হয়ে উত্তর ঢাকায় যাতায়াতের সুযোগ পাবেন। আরেকটি সংযোগ শ্যামপুর থেকে

যাত্রাবাড়ী হয়ে মতিঝিলে অনুরূপভাবে সংযুক্ত হবে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন ও দলের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আমার ইতিবাচক মতবিনিময় হয়েছে।

- ঢাকাবাসীর জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধিকে বিবেচনায় নিয়ে রাজধানীর সকল ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ৫০ বছরের একটি দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা:

- পার্ক ও ব্যায়ামাগারে অত্যাধুনিক 'প্রাইমারি হেলথ্ চেকআপ সেন্টার' স্থাপন করা হবে।
- প্রাতঃ ও সান্ধ্যকালীন ওয়াকারদের সুবিধার্থে পার্ক ও উন্মুক্ত স্থানগুলোতে অধিকতর পরিকল্পিত, আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হবে।
- ভেজাল তথা বিষ ও ফরমালিনমুক্ত খাদ্য সামগ্রী নিশ্চিত করতে প্রতিটি বাজারে ভেজাল/ বিষ পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- বিভিন্ন সম্ভাব্য জনসমাগম স্থলে 'ফুড কোর্ট' তৈরি করা হবে।
- সিটি হেলথ্ ডাটাবেজ গঠন ও সেবার মান নিশ্চিত করা হবে। সিটি কর্পোরেশনের মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হবে।
- ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ মশার সংক্রমণ থেকে নগরবাসীকে বাঁচাতে নিয়মিত মশক নিধনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- Integrated Vector Management পদ্ধতিতে সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় করে দেশব্যাপী মশক নিধন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।
- যুবসমাজকে বাঁচাতে সঠিক ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিরোধে ইতিবাচক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাসহ কার্যকর মাদক নির্মূল কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করা হবে।
- কোনো পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে জনবহুল এলাকায় অবস্থিত রাসায়নিক কারখানাগুলো নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হবে।
- অধিক সংখ্যক মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের কমিউনিটি হাসপাতালগুলোকে মহিলাদের মাতৃকালীন এবং ৫ বছর পর্যন্ত সব শিশুর বিনা খরচে চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে।
- নাগরিকদের জন্য পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বীমার ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা হবে।
- নারীবান্ধব CRHCC (Comprehensive Reproductive Health Care Center) এবং PHCC (Primary Health Care Center) নির্মাণ করা হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থা:

- বিভিন্ন স্কুল ও কমিউনিটি সেন্টারে নৈশ-শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে ওয়ার্ড ভিত্তিক শতভাগ স্বাক্ষরতা কার্যক্রম চালু করা হবে।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বিনামূল্যে বিভিন্ন আইটি কোর্স চালু করা হবে।
- এলাকার উন্নয়নে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করা হবে।
- স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের নিরাপদে চলাচলের জন্য অত্যাধুনিক স্টুডেন্ট বাস সার্ভিস চালু করা হবে।
- দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে 'নগর শিক্ষাবৃত্তি' চালু করা হবে।
- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের উন্মুক্ত জ্ঞান চর্চার সুবিধার্থে 'নলেজ সেন্টার' গড়ে তোলা হবে।
- কর্মজীবী নারী ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য অধিক সংখ্যক হোস্টেল তৈরি করা হবে।
- স্বল্প শিক্ষিত ও দরিদ্র যুবকদের যানবাহন মেরামত, কম্পিউটার, প্লাম্বিং, হার্ডওয়্যার, ইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতি, টিভি-ফ্রিজ, মোবাইল সার্ভিসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের অধীনে থাকা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাগুলো আধুনিকায়ন ও দুর্নীতিমুক্ত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- বয়সভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

- সিটি কর্পোরেশন বাজেটের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ গবেষণা এবং গুণগত ও কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

পরিবেশ উন্নয়ন, বনায়ন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:

- ধুলাবালি দূর করার পাশাপাশি শব্দ ও বায়ুদূষণ প্রতিকারে Mist blower এর ব্যবহারসহ কার্যকর আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- বায়ু, শব্দ ও পরিবেশ দূষণমুক্ত নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'সোর্স কন্ট্রোল' বা উৎস নিয়ন্ত্রণে জোর দেয়া হবে।
- DSCC এর নিজস্ব ভূমিতে বৃক্ষ ক্লিনিক ও পোষ্যপ্রাণী ক্লিনিক স্থাপন করা হবে।
- বাড়িতে ছাদবাগান উৎসাহিত করা হবে।
- আরবান এগ্রিকালচার বা 'নগরকৃষি' ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেয়া হবে।
- বিদ্যমান পার্কগুলো এবং অব্যবহৃত জায়গায় নিমগাছ সহ পরিবেশের সাথে মানানসই সবুজায়ন করা হবে। পার্কগুলোর দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- নগরীর পশু ও জবাইখানগুলো হাইজেনিক ও বিশ্বমানে উন্নীত করতে আধুনিক 'স্লটার হাউজ' নির্মাণ করা হবে।
- আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 'স্যানিটারি ল্যান্ডফিল' গড়ে তোলা হবে।
- পরিচ্ছন্ন ঢাকা গড়তে রাত ১২ টা থেকে ভোর ৫টার মধ্যে সব আবর্জনা অপসারণ নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- বিশ্বের উন্নত শহরের মত 'ডোর টু ডোর ওয়েস্ট কালেকশন' পদ্ধতিতে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ করা হবে।
- কম্প্যাক্টিং সুবিধা সম্বলিত পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়েস্ট কালেকশন ভেহিকেল (WCVs) এর মাধ্যমে বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা করা হবে।
- ঢাকা শহরে বিদ্যমান লেক, খাল পুনঃখনন ও সংস্কার করে লেক ও খালের পাশে ওয়াকওয়ে এবং বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কম্পোজিট সার তৈরি এবং বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হবে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনাতে বিশ্বের জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক 3R (Reduce, Refuse, Reuse) কনসেপ্ট ব্যাপকভাবে চালু করা হবে।
- নগর উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা, বর্জ্য অপসারণ, আধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবীণ নবীন বিশেষজ্ঞ সমন্বয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং তাদের পরামর্শমত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।
- মেডিকেল বর্জ্য এবং ইলেক্ট্রনিক বর্জ্যের কার্যকর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হবে।
- বিভিন্ন সড়কে এবং নাগরিক সমাবেশ ঘটে এমন স্থানে (যেমন: বাসস্ট্যান্ড, লঞ্চ টার্মিনাল, রেল স্টেশন, হাসপাতাল, বাজার, শপিং মল, যাত্রী শেড, টয়লেট ইত্যাদি) যাত্রী ও পথচারীদের নাগরিক সুবিধার্থে ট্র্যাশ- কম্প্যাক্টরসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক ডাস্টবিন স্থাপন করা হবে।
- সার্বজনীন স্বাস্থ্যসম্মত সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার:

- রাজধানীর উন্নয়নে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করা হবে।
- বয়স্কদের জন্য 'সিনিয়র সিটিজেন' সার্ভিস চালু করা হবে।
- ই-বর্জ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্ম ক্ষতিকারক হওয়ায় বিদেশ থেকে আসা ই-বর্জ্যসহ যাবতীয় ই-বর্জ্যের সঠিক কালেকশন ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গড়ে তোলা হবে।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ পাবলিক প্লেসগুলো 'ফ্রি এ্যান্ড সেফ ওয়াইফাই' সুবিধার আওতায় আনা হবে।
- জনসচেতনতামূলক কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হবে।

- শিক্ষিত বেকার যুবকদের 'ফ্রিল্যান্সিং' প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয়ের পথ তৈরি করা হবে।
- মহানগরীতে কয়েকটি 'স্মার্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠা করা হবে যেগুলো অন্যান্য স্কুলের জন্য মডেল প্রযুক্তি প্রদর্শকের (technology demonstrator) কাজ করবে।
- সিটি কর্পোরেশন ও বেসরকারি উদ্যোগে উচ্চ-ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ডাটা সেন্টার গড়ে তোলা হবে।
- আধুনিক নগর পরিবহন বিনির্মাণে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে অ্যাপ-নির্ভর সময়সূচী, ই-টিকেটিং সেবা প্রদানসহ সমন্বিত সেবা প্রদানের স্মার্ট ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত জটিলতা, দুর্নীতি এবং নাগরিক হয়রানি বন্ধ করার লক্ষ্যে মোবাইল অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশেনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতার লক্ষ্যে অবাধ তথ্য প্রবাহ (access to information) নিশ্চিত করা হবে।
- নগরীর জনসমাগম স্থলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট, সামাজিক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, শেয়ারবাজারদও সম্বলিত ওভারহেড ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হবে।
- Enterprise Resource Planning (ERP) নামে একটি আধুনিক সফ্‌টওয়্যারের মাধম্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সকল প্রকার দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- সকল নাগরিকের জন্য অনুসন্ধান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Query Management System) এবং সেবার মান ট্র্যাক করার পদ্ধতি (Service Quality Tracking System) নিশ্চিত করা হবে।
- নাগরিকদের তথ্য প্রদান এবং নাগরিকদের নিকট হতে অভিযোগ গ্রহণের জন্য নির্মানাধীন স্থাপনা গুলোতে QR Codes পদ্ধতি চালু করা হবে।

সমাজসেবা কার্যক্রম:

- সব পক্ষের সাথে আলোচনা করে গার্মেন্টসসহ সব শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল ও ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।
- প্রয়োজনীয় দ্রুত সেবাদানের লক্ষ্যে 'মোবাইল মেডিকেল ইউনিট' চালু করা হবে।
- নগরের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য পুরান ঢাকা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মত ওয়ার্ড ভিত্তিক নাগরিক কমিটি গঠন করা হবে।
- অসহায় পথশিশু ও নারীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- নগরবাসীর আবাসিক সমস্যা সমাধানে রাজউক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- নগরীর নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য মানসম্মত ও স্বল্প ভাড়ায় আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
- বস্তিবাসীর জীবন-মান উন্নয়নে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে।
- সব ধর্মের বিদ্যমান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।
- বিদ্যমান প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র উন্নয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- বিদ্যমান মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র উন্নয়ন ও নতুন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের জন্য দিবা-রাত্রি নিরাপদ আবাসন ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।
- বিগত কয়েক বছরে ভয়াবহ শিল্প দুর্ঘটনায় শত শত শ্রমিকের প্রাণহানী ঘটেছে। শত শত বিকলাঙ্গ হয়েছে। নগরীতে স্থাপিত শিল্প কারখানাগুলোতে প্রত্যক্ষ জরিপ চালিয়ে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকান্ড, বয়লার বিস্ফোরণ, কারখানা বিল্ডিং ধ্বসসহ দুর্ঘটনার উৎসসমূহ চিহ্নিত করে কর্পোরেশন ও বেসরকারি উদ্যোগে এগুলোকে নিরাপদ ও দুর্ঘটনামুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টসহ নগরজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সমন্বিত কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করে তাতে বস্তিবাসী ও বাস্তুভিটাহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসিত করা হবে।

- পুর্ত মন্ত্রণালয় ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সাথে সমন্বয় করে ঢাকা মহানগরীতে বহুতল আবাসন (vertical residence) নির্মাণ করে স্বল্প আয়ের নাগরিকদের আবাসন নিশ্চিত করা হবে।
- প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অধিক সংখ্যক 'প্রবীণ হিতৈষী' কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

জননিরাপত্তা ব্যবস্থা:

- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় আইনশৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতির মাধ্যমে নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
- পর্যায়ক্রমে সব সড়ক, লেন ও বাইলেন সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসা হবে।
- জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক 'অপরাধপ্রবণ' জায়গাগুলো চিহ্নিত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ওয়ার্ড/লেন/ গলিতে নৈশপ্রহরী এবং কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু করে জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা হবে।
- যে কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার অসহায় নাগরিককে নৈতিক ও আইনগত সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবল সমন্বয়ে জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিট গড়ে তোলা হবে।
- যে কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পীড়িত মানুষ বিশেষতঃ মহিলাদের জন্য ট্রমা সেন্টার স্থাপন ও মানসিক পরিচর্যা (কাউন্সিলিং) এর ব্যবস্থা করা হবে।
- রাজউকের সাথে সমন্বয় করে নগরীর ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিতকরণ এবং পুনঃনির্মাণ/ সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নৈতিকতার শক্তি পুনরুদ্ধার:

- সম্প্রতি বাংলাদেশে ধর্ষণ মহামারী আকার ধারণ করেছে। তাছাড়া রয়েছে যৌতুক সমস্যা, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপসহ নানা ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতনের দৌরাত্ম। আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের ভয়াবহ ধ্বস নামার কারণেই সমাজে অস্থিরতা ও নৈরাজ্য ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। গণমাধ্যম, একাডেমিক কারিক্যুলাম, সার্বিক ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা এবং ইতিবাচক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পুনরুদ্ধার করা হবে।

গ্রন্থাগার ও জাদুঘর:

- সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলো বিভিন্ন বিষয়ে লেটেস্ট পুস্তক ও জার্নাল সমৃদ্ধ করা হবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আলোকে গ্রন্থাগারগুলোর বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পরিচালিত জাদুঘর আরও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

নগর পরিকল্পনা ও প্রশাসন:

- নগরীর সমস্যার গুরুত্ব অনুসারে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা হবে।
- পরিকল্পিত নগর গড়ে তুলতে বিশ্বের বিশিষ্ট নগর পরিকল্পনাবিদসহ দেশে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নগর পরিকল্পনাবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।
- নগরের সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং কার্যকর সমাধানে পরিকল্পনাবিদদের কাজের পরিধি বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।
- বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের মতামতের ভিত্তিতে ওয়ার্ডভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন করা হবে যাতে এই বিকেন্দ্রীকরণের সুফল দ্রুত তৃনমূল পর্যায়ে পৌঁছানো যায়।
- নগর ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করে সেবার মান উন্নয়ন করা হবে।
- সমন্বিত ও কার্যকর **'নগর সরকার'** ধারণার বাস্তবায়নে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

- নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অঞ্চলভিত্তিক 'অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান' গ্রহণ করে রাজউকের মাস্টার প্ল্যানের সাথে সমন্বয় করা হবে।
- অধিক সংখ্যক আয়বর্ধক বাণিজ্যিক কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি:

- পর্যাপ্ত সংখ্যক ধর্মীয় উপাসনালয় স্থাপন এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতে ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে নানামুখী কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- নিয়মিতভাবে ওয়ার্ডভিত্তিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- নিপীড়িত মানুষের পাশ দাঁড়িয়ে সামাজিক বৈষম্য নিরসনে অর্থবহ কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- বস্তিবাসী এবং অনগ্রসর জনমানুষের জীবন-মান উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- দল-মত ও জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মহানগরীর সকল জাতি-গোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম-কর্মের অধিকার নিশ্চিতকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার ভোগ করবেন। কাউকে কোন নাগরিকের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করতে দেয়া হবে না। ধর্ম যার যার, এ মহানগরী সবার।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শহর ঢাকা মহানগরীর এই ঐতিহ্য কোনরকমেই বিনষ্ট হতে দেয়া হবে না।

প্রথম ১০০ দিনের কর্মসূচী:

- নির্বাচিত হলে স্বল্প মেয়াদে প্রথম ১০০ দিনের অগ্রাধিকার কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।
- জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সমন্বিত কার্যক্রমএর মাধ্যমে ত্বরিৎ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।

দুর্নীতিমুক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন:

- দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে আমাদের নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আপনাদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সর্বস্তরে দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করব ইন শা আল্লাহ।
- যাবতীয় সেবাপ্রাপ্তির জন্য এবং সকল অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে সরাসরি অবহিত করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানগরী ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে হট-লাইন চালু করা হবে। সেবাপ্রাপ্তির চাহিদা /অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাছাড়া যে কোনো নাগরিকের জন্য আমার দুয়ার এবং ব্যক্তিগত ফোন সার্বক্ষণিক খোলা থাকবে ইন শা আল্লাহ।

প্রিয় নগরবাসী,

আমি আজ এমন এক সময় আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি যখন বর্তমান আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার বিনা অপরাধে কেবলমাত্র অসৎ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হীন ষড়যন্ত্র করে আমাদের মা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন, তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্রায় দু'বছর ধরে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা মামলায় নির্জন কারাগারে আটকে রেখেছে। জামিন তার হক। অথচ নিষ্ঠুর এই জালেম সরকার দারুনভাবে অসুস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ বেগম খালেদা জিয়াকে জামিন না দিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানকে ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে এক দশকের অধিককাল দেশে ফিরতে দিচ্ছে না। হাজার হাজার বিএনপি নেতাকর্মীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা মামলায় জেলে আটকে রাখা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বিএনপি নেতাকর্মী মিথ্যা মামলায় জর্জরিত। গণতন্ত্র আজ নির্বাসিত। কিন্তু জনগণের দল হিসেবে বিএনপি গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। নির্বাচনই যেহেতু ক্ষমতা বদলের একমাত্র গণতান্ত্রিক পন্থা, তাই আমাদের দল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা, বেগম জিয়ার মুক্তি এবং সর্বোপরি আমাদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার স্বার্থে আপনারা ধানের শীষ তথা বেগম জিয়ার পক্ষে আপনার মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করবেন।

প্রিয় নগরবাসী,

আমি ঢাকার সন্তান। আপনাদেরই সন্তান। আপনাদের আপনজন। আপনাদের সুখ-দুঃখের সাথে আমার জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ঢাকা আমাদের আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার মমতা মাখা গর্বের মহানগরী। এই ঐতিহাসিক নগরীর সন্তান হিসেবে আমার নির্বচনী প্রতিশ্রুতি হচ্ছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে বিশ্বমানের বাসযোগ্য অত্যাধুনিক ঢাকা গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে আমার নিজস্ব চিন্তা চেতনা, স্বপ্ন-ভাবনা ও প্রত্যাশার কাঠামো আপনাদের সমীপে তুলে ধরলাম। আপনাদের সহযোগিতা পেলে তা আরও বাস্তব, প্রায়োগিক ও নাগরিকবান্ধব করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে ইন শা আল্লাহ।

আমি একান্তভাবে আশা করি, আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে আপনার মূল্যবান ভোটটি দিয়ে আমাকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিবেন।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন
আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন।